পরকালের প্রস্তুতি

বই	পরকালের প্রস্তুতি
মূল	শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.
অনুবাদ ও সম্পাদনা	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	মুফতী ইউনুস মাহবুব

পরকালের প্রস্তুতি

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

পরকালের প্রস্তুতি

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪০ হিজরী / অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান

খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১১৫.০০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

অবতরণিকা ০৭
পরকালের প্রস্তুতি ১১
০১. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া ১১
ক. ইবাদত দিয়েই যেন হয় দিনের শুরু ১২
খ. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ১৩
গ. প্রতিদিন বিরাট প্রতিদান অর্জন ১৪
০২. কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা ২৪
০৩. শরয়ী জ্ঞানার্জন করা ২৭
০৪. আরেফ বিল্লাহ হওয়া বা আল্লাহর পরিচয় জানা ৩০
আল্লাহর পরিচয় লাভের উপায় ৩১
আল্লাহর পরিচয় জানার কয়েকটি কিতাব ৩১
০৫. আমলের ফযীলত সম্পর্কে জানা ও আমল করা ৩২
নেক আমলে প্রতিযোগিতা ৩৩
আপনি কীভাবে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবেন? ৩৪
উৎসাহ প্রদায়ক কয়েকটি কিতাব ৩৪
কতিপয় বিরাট ফযীলতপূর্ণ আমলের বর্ণনা ৩৫
- প্রথম উদাহরণ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ বলা ৩৫
- দ্বিতীয় উদাহরণ: জামাতের পাবন্দি করা ৩৯
- তৃতীয় উদাহরণ: পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া ৪২

০৬. দৈনন্দিনের সুন্নাহসমূহ যত্নসহকারে পালন করা ৪৭
প্রতি মাসে জান্নাতের এক লাখ গাছের মালিক হোন ৪৭
০৭. কিছুটা সময় রবের স্মরণে একান্ত আলাপনে কাটানো ৪৯
০৮. প্রত্যেক বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করা ৫৪
কল্যাণের কতিপয় পথ নির্দেশ ৫৫
আবু বকর রাযি. সকল কল্যাণের কাজ একত্রিত করেছেন ৫৬

আল্লাহকে পাওয়ার প্রতিটি পথ অবলম্বন করি ৫৭
ঈমানি পরিবেশে থাকা ৬০
০৯. দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কমানো ৬৩
১০. দুআ করা ৬৭
১১. সালাফে সালেহীনের জীবনী পড়া ৬৯
১২. আখিরাত ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করা ৭১
আয়াতগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখি ৭২
জাহান্নামের সবচেয়ে সহজ আযাব ৭৪
জাহান্নামের গভীরতা ৭৫
জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা ৭৬
আদম সন্তানের বিষয়টা সত্যিই আশ্চর্যজনক ৭৭
জান্নাতের নেয়ামতের ঝলক পরিমাণও কারও কল্পনায় আসেনি ৭৮
জান্নাতবাসীদের সৌন্দর্য সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে ৭৮
জান্নাতের তাঁবু ৭৯
জান্নাতের গাছপালা ৮০
জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা ৮০
জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত ৮১
পরামর্শ রইল আপনার প্রতি ৮১
পরিশিষ্ট ৮৩

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

মাখলুক তার খালিকের, বান্দা তার প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার সময়টিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও মধুর সময়। এ মুহূর্ত এ সময় সর্বাধিক মনোহর। এ সময় বান্দা অনুভব করে তার প্রভুর নৈকট্য। প্রভুর একান্ত আলাপনে উপভোগ করে এক ঐশ্বরিক স্বাদ।

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, দুনিয়ার মিসকীন তারাই, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল; অথচ দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর বিষয়টির উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর বিষয়টি কী?

তিনি উত্তর দিলেন, ذكـــــر الله (আল্লাহর স্মরণ)

মানুষ এই দুনিয়াতে যত কিছুরই মালিক হোক না কেন। হোক না তার যত বড় পদ-পদবি কিংবা টাকা-পয়সা, জায়গা-জমিনের বিশাল-বিরাট অঙ্ক। বড় বড় ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ-অট্টালিকা। তার আনন্দ উপভোগের যত সামগ্রীই থাকুক। যদি সে আল্লাহ থেকে দূরে থাকে, তাহলে সে হতভাগা; সে সর্বদা দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-পেরেশানিতে জর্জরিত। সবকিছু থেকেও যেন কিছুই নেই তার।

প্রকৃত ভবিষ্যতের চিন্তায় কখনো কি ভেবে দেখেছেন– আল্লাহর আনুগত্য, পরকালের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কীভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানো যায়?

* কে সৌভাগ্যবান ও তাওফীকপ্রাপ্ত বান্দা?

সৌভাগ্যবান ও তাওফীকপ্রাপ্ত বান্দা তো তারাই, যারা জীবনের প্রতিটি

মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। পিঁপড়া যেমন শীতকালের দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য গ্রীষ্মকালেই খাবার ও পাথেয় সংগ্রহ করে রাখে। মুমিন বান্দাও ঠিক তেমনি পরকালের কঠিন দুর্ভোগ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে থাকতেই আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে নেক আমল সংগ্রহ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"[১]

এক আবেদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আর কত এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবেন?

উত্তরে তিনি বললেন, নিজের সুখ-শান্তিই তো তালাশ করছি!

চিন্তা করে দেখুন, কীভাবে তিনি পরকালের দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার কষ্টকে তুচ্ছ মনে করেছেন! দুনিয়ার উপভোগকে বাদ দিয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন আখিরাতের উপভোগকে!

সুফইয়ান সাওরী রহ. বলেন, রাবী ইবনে খুসাইম রহ. কে বলা হলো, একটু যদি নিজেকে আরাম দিতেন।

তিনি বললেন, আরামের জন্যই তো কষ্ট করছি।

একবার চিন্তা করে দেখি– কীভাবে রাবী রহ. আখিরাতের প্রশান্তিকে দুনিয়ার প্রশান্তির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন! আখিরাতের প্রশান্তির জন্য দুনিয়ার কষ্টকে সানন্দে গ্রহণ করে নিয়েছেন!

প্রিয় ভাই, আমরা এই ধ্বংসশীল দুনিয়ার জন্য, পার্থিব জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য কত পরিশ্রমই না করি। আরামের ঘুম হারাম করে নির্ঘুম কত রাত কাটাই। ঘর-বাড়ি ছেড়ে বিদেশে কাটাই প্রবাস

১. সূরা আ'লা: ১৬-১৭

জীবন। ক্লান্তি-শ্রান্তি সহ্য করে সফর করি দূর-দূরান্তে। মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করি। এসবই করি ক্ষণিকের এ তুচ্ছ দুনিয়ার জীবনের জন্য। দুনিয়ার স্বল্প সময়ের জন্য এত পরিশ্রম ও এত কষ্ট করি! অথচ আমাদের প্রকৃত ভবিষ্যৎ চিরস্থায়ী জীবনের আসল সুখ-শান্তির জন্য আমরা কতটুকু কষ্ট-পরিশ্রম করি? আমরা কি আমাদের সময়কে যথার্থরূপে ব্যবহার করি? জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পরকালের ভবিষ্যতের কথা ভাবি?

দুনিয়ার ধনসম্পদ উপার্জনের সকল কৌশল আমাদের করায়ত্তে। কিন্তু পরকালের পুণ্য ও নেকি অর্জনের কৌশলগুলো কি আমাদের জানা আছে?

পরকালের প্রস্তুতি

পার্থিব উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজানোর পেছনে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করি। কীভাবে বাড়ি বানাব! কীভাবে গাড়ি কিনব! বিয়ের জন্য পাত্রী বাছাই পর্বেও চলে কত পরিকল্পনা– কীভাবে পছন্দের মেয়েটিকে পাব জীবনসঙ্গিনীরূপে! কীভাবে ব্যবসায় লাভবান হয়ে আরও ধন-সম্পদ বাড়াব! এভাবে নানান কাজে নানান রকম পরিকল্পনা আমরা করি। নিজে না জানলে শরণাপন্ন হই অন্যের কাছে।

পার্থিব বিষয় নিয়েই সারাক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে মাথা কুটে কুটে মরে– আমাদের চারপাশে এমন লোকের সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত। কী করে এক টাকাকে দুই টাকা বানানো যায়? একটা বাড়িতে হয় নাকি? কীভাবে আরেকটা বাড়ি নির্মাণ করা যায়? এককথায় দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ে কীভাবে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়? এসবই তাদের মাথায় সব সময় ঘুরঘুর করে।

কিন্তু পরকাল নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। চিন্তা-ফিকির করার সময়ও নেই। আখিরাতের কামিয়াবি অর্জনের জন্য নেই কোনো পরিকল্পনা। কীভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব, কীভাবে জান্নাতের এক স্তর থেকে আরও উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারব– এসব চিন্তা তাদের ভাবনার আওতায় পড়ার যোগ্যতা রাখে না! পার্থিব জীবনকে সাজানোর জন্যই আমাদের এত শত পরিকল্পনা। কিন্তু আমাদের পরকালের পরিকল্পনা? পরকালের প্রস্তুতি?

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। পরকালের উত্তম প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার জন্য এখানে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করছি।

০১. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা

আল্লাহ তাআলার অধিক ইবাদত মুমিনকে শক্তিশালী করে তোলে। তার মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। তাকে সিক্ত করে স্থিরতা ও আত্মিক প্রশান্তির স্রোতধারায়। ইবাদতের মাধ্যমে যদি না হয়, তবে আর কীসের মাধ্যমে হবে পরকালের প্রস্তুতি!

ক. ইবাদত দিয়েই যেন হয় দিনের শুরু

দিনের শুরুটা যেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে হয়। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে প্রথমে ঘুমের দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُور

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেওয়ার পর আবার জীবিত করেছেন। এবং আমরা তাঁরই নিকট পুনরুত্থিত হবো।"

এরপর ওযু করে সময়মতো মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করবে। এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে মুমিন দুই শীতলতার সময়কার নামাজ (ফজর ও আসর) আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২]

উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

"যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতে আদায় করল, যেন সে অর্ধরাত নামাজে কাটাল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত নামাজ পড়ল।"[৩]

২. সহীহ বুখারী: ৫৭৪; সহীহ মুসলিম: ৬৩৫
৩. সহীহ মুসলিম: ৬৫৬

সহীহ মুসলিমের অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করবে, সে আল্লাহ তাআলার জিম্মায়[৪] থাকবে। কেউ যেন আল্লাহর জিম্মায় হস্তক্ষেপ না করে। কেননা, যে-ই তাঁর জিম্মায় হস্তক্ষেপ করবে, তিনি তাকে পাকড়াও করে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[৫]

খ. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা

এটি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষই এই সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল– তিনি ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আপন স্থানে বসে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ " :تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ"

"যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসে থেকে আল্লাহ তাআলার যিকির করে; অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে; তার জন্য একটি হজ ও উমরার সাওয়াব রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ

৪. আল্লাহর দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে থাকবে।
৫. সহীহ মুসলিম: ৬৫৭

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন تَامَّةٌ، تَامَّةٌ، تَامَّةٌ অর্থাৎ পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (তাকে হজ্জ ও উমরার পূর্ণ সাওয়াব দেওয়া হবে।)"[৬]

গ. প্রতিদিন বিরাট প্রতিদান অর্জন

প্রতিদান অর্জনে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে থাকবেন না; বরং এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশ নিন। হাদীসে অনেক যিকিরের উল্লেখ আছে। রয়েছে এগুলোর স্বতন্ত্র প্রতিদান। এ সকল যিকির আদায় করে নিজেকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুন। উত্তম প্রতিদান ও ফলাফলের অধিকারী হোন। এখানে (সহজ) কিছু যিকির তুলে ধরছি।

এক. ধরুন, আপনি প্রতিদিন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ১০০ বার পাঠ করলেন। তবে মাস শেষে আপনার আমলনামায় জমা হবে তিন হাজার জান্নাতি ধনভাণ্ডার। (আর যতই আপনি পাঠ করার পরিমাণ বাড়াবেন, ততই ধনভাণ্ডার বাড়তে থাকবে।)

- আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন– أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ "আমি কী তোমাকে জান্নাতের ধনভান্ডারসমূহ থেকে একটি ধনভান্ডার লাভের পদ্ধতি বলে দেবো না?" আমি বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি ইরশাদ করলেন, "(তা হলো) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পাঠ করা।"[৭]

- আপনি কী জানেন, জান্নাতের ধনভান্ডার কেমন হয়? তবে শুনে নিন, তা এমন– কোনো চোখ যার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কান যার বর্ণনা শুনেনি, কোনো মানব হৃদয়ে যার কল্পনা কখনো উদিতও হয়নি– এমন অকল্পনীয় ও অভিনব সে ধনভান্ডার!

৬. সুনানে তিরমিযী: ৫৮৬, ৭১০
৭. সহীহ বুখারী: ৪২০৫ ও সহীহ মুসলিম: ২৭০৪